দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 19 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মুখ থুবড়ে আছে প্রাথমিক শিক্ষা

রফিকুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি ●

শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা, বিদ্যালয়ে না গিয়ে অন্য পেশায় ব্যস্ত থাকা, দুর্গম বিদ্যালয় থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে পৌর এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের চলে আসা, প্যারা শিক্ষক দিয়ে পাঠদানসহ নানা কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে খাগড়াছড়ি জেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। এসব কারণে এনজিও স্কুলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো।

এনজিও ব্র্যাক স্কুলের গত দুই বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলের তথ্যমতে, ২০১৫ সালে ৯৮টি স্কুল থেকে ১ হাজার ৮১৮ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে পাস করে ১ হাজার ৮১২ জন, অর্থাৎ পাসের হার ৯৯.০৬৬ শতাংশ। ২০১৬ সালে ১৩৮টি স্কুল থেকে ২ হাজার ৬০২ পরীক্ষা দিয়ে ২৬০২ জনই পাস করে। অর্থাৎ পাসের হার ১০০ শতাংশ। অন্যদিকে এ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫২৪টি। ২০১৬ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১০ হাজার ৭২৬ পরীক্ষার্থী। ফেল করে ৮৪১ জন। অর্থাৎ পাসের হার ৯২.১৬ শতাংশ। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীও পাস করেনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে একের পর এক সংযুক্তি আদেশের কারণে দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলো প্রায় শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ায় ভেঙে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মঞ্জুরিকৃত পদের দ্বিগুণ শিক্ষক থাকার পরও জেলা পরিষদ সংযুক্তিকরণের আদেশ দিয়েই যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক পেনশনে যাবেন, তার স্থলে কোন শিক্ষককে আনা হবে তা টাকা নিয়ে

খাগড়াছড়ি

অগ্রিম বুকিং দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে। কোনো কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অনৈতিক কর্ম, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্যসহ নানা কর্মে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, লক্ষ্মীছড়ি উপজেলায় মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে তিনটি ও দুজন শিক্ষক দিয়ে ৫টি বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ে দপ্তরি দিয়েও চলছে পাঠদান।

পানছড়ি উপজেলার দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলোয় প্যারা শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান।

বিনাজুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি চাইবাই মারমা জানান, বিদ্যালয়ে ২০১ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অথচ শিক্ষক মাত্র একজন। এ কারণে প্রায়ই বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়ার জন্য বহু মহলে দেনদরবার করেও কোনো ফল পাননি। তাই হতাশ হয়ে বসে আছেন। যতিন্দ্র কারবারিপাড়া, দণ্ডিপাড়া, লেলাংপাড়া, ফুত্যাছড়ি ও মরাচেঙ্গীপাড়া বিদ্যালয়ে মাত্র দুজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চলছে। সংযুক্তির কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে বহুবার জেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় প্রতিবাদ করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, গত দুই মাসে লক্ষ্মীছড়ি, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও মানিকছড়ি উপজেলার দুর্গম এলাকার অন্তত ১০০ শিক্ষককে বিদ্যালয়শূন্য করে খাগড়াছড়ি শহরাঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সংযুক্তি করেছে জেলা পরিষদ। আরও ২৫টি ফাইল সংযুক্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা মেহের ইয়াসমিন জানান, দীর্ঘ চার বছর শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণে বিদ্যালয়গুলো শিক্ষকশূন্য রয়েছে। সংযুক্তি বাতিলকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর